অনুতাপ ও ক্ষমা

পাঠ ১০: ৬ জুন, ২০২৬

“যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।”

(১ যোহন ১:৯)

বাইবেল ঘোষণা করে যে, “সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে” (রোমীয় ৩:২৩)।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, আমরা আমাদের পাপ এড়াতে বা দূর করতে অক্ষম (যিরমিয় ১৩:২৩; ২:২২)।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। কোনো পাপই এত বড় বা এত ভয়াবহ নয় যে ঈশ্বর তা ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক (যিশাইয় ১:১৮)।

শর্ত কেবল একটিই: অনুতাপ।

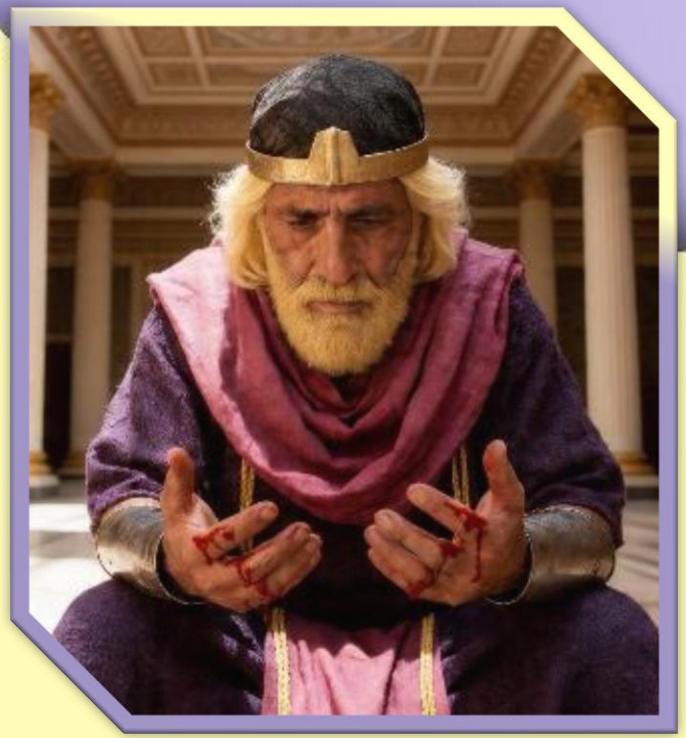

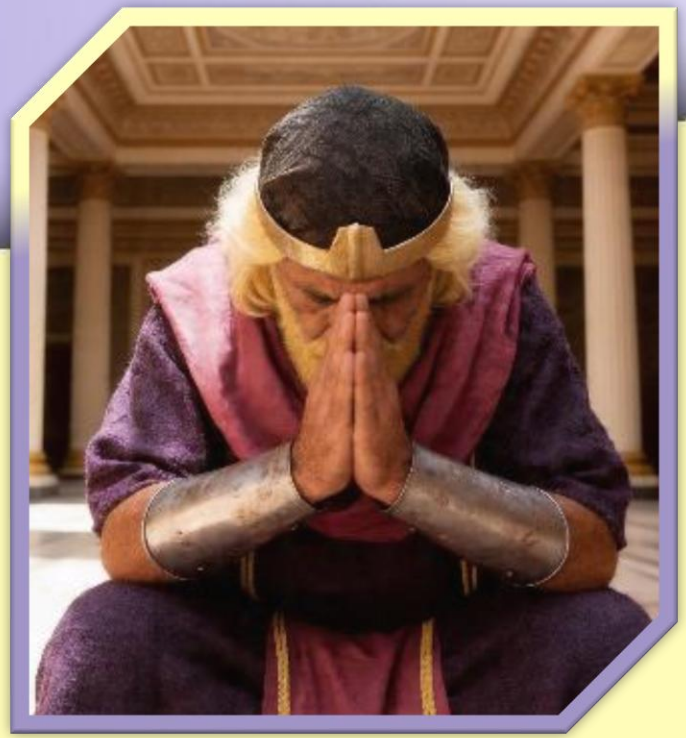

- অনুতাপ:
  - অনুতাপ বিলম্বিত করা
  - প্রকৃত অনুতাপ
  - অনুতাপের আহ্বান
- ক্ষমা:
  - ক্ষমার অনুগ্রহ
  - ক্ষমার পরিচ্ছদ

অনুতাপ

অনুতাপ বিলম্বিত করা

"কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছ;" (লূক ১০:৪১)

লাসারের বাড়িতে যীশু পরিত্রাণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বললেন। কিন্তু মার্থা শুনলেন না। তাঁর সময় ছিল না। তাঁর কত কাজ ছিল! (লূক ১০:৪০-৪১)।

আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। যখন আমরা পাপ করি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের অনুতাপের জন্য আহ্বান করেন, তখন শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ, দুশ্চিন্তা বা অন্য কোনো মনোযোগ-বিক্ষেপকারী বিষয়ে ব্যস্ত করে তোলে, যা আমাদেরকে নিজেদের পাপপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতে এবং ক্ষমা চাইতে বাধা দেয়।

কিন্তু ঈশ্বর হাল ছাড়েন না। তিনি তাঁর আহ্বান অব্যাহত রাখেন (যিহিষ্কেল ৩৩:১১)। তিনি আমাদের পাপকে মলিন বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন (যিশাইয় ৬৪:৬)। তিনি একটি বিনিময়ের প্রস্তাব দেন: আমাদের মলিন বস্ত্রের পরিবর্তে তাঁর নির্মল বস্ত্র (সখরীয় ৩:৪), যে বস্ত্র যিশুর রক্তে ধৌত (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪)।

প্রকৃত অনুতাপ

"চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া যাই, কারণ তিনিই বিদীর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সুস্থও করিবেন; তিনি আঘাত করিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বন্ধনও করিবেন।" (হোশেয় ৬:১)

অনুতাপ কী? প্রকৃত অনুতাপ এবং ভুয়া (ছলনাময়) অনুতাপের মধ্যে পার্থক্য কী? (২ করিন্থীয় ৭:১০)

যখন কোনো পাপের তাৎক্ষণিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি হয়, তখন অনুশোচনা জাগে। এটা লজ্জার বিষয়, কারণ আমাদের কৃতকর্মের ফল ভালো হয়নি। যদি এর কোনো নেতিবাচক পরিণতি না থাকত, তাহলে আমরা আমাদের কাজের জন্য দুঃখ পেতাম না। এটা প্রকৃত অনুতাপ নয়।

যখন পাপ করার বিষয়টিই আমাদের দুঃখের কারণ হয় এবং ক্ষমা পাওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগায় (এর কোনো নেতিবাচক পরিণতি হয়ে থাকুক বা না থাকুক), তখনই আমরা প্রকৃত অনুতাপের সম্মুখীন হই।

যখন আমরা পাপ করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদেরকে "বিভক্ত" করেন এবং গভীর দুঃখবোধ দ্বারা "আহত" করেন। যদি আমরা প্রকৃত অনুতাপের সাথে সাড়া দিই, তবে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করে আমাদের সুস্থ করেন (হোশেয় ৬:১)।

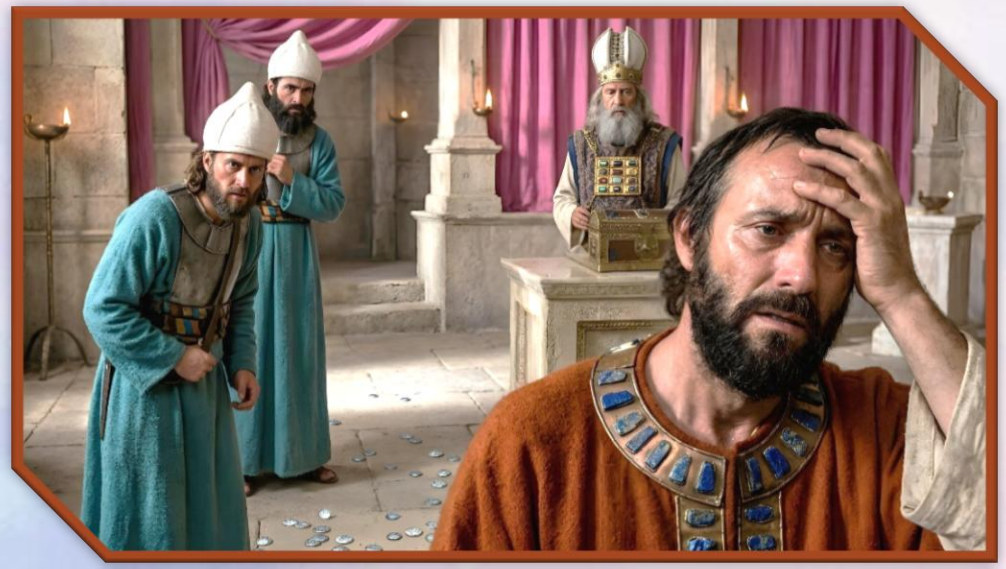

অনুতাপের আহ্বান

"অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়." (প্রেরিত ৩:১৯)

যোহন বাপ্তিস্মদাতা এবং যীশু একই বার্তা দিয়ে তাঁদের পরিচর্যা শুরু করেছিলেন: "মন পরিবর্তন করো" (মথি ৩:১-২; ৪:১৭)।

অনুতাপ কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ তা ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না (প্রেরিত ২:৩৮; ৩:১৯)। এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয়?

তাঁর মঙ্গলভাবের কারণে ঈশ্বর আমাদের অনুতাপের জন্য আহ্বান করেন (রোমীয় ২:৪)।

আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিই

যীশুর ক্রুশে ঝরানো রক্তের গুণে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন (কলসীয় ১:১৩-১৪)।

কৃত অন্যায়ের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

পাপ ত্যাগ করার সৎ সিদ্ধান্তের সাথে

মনে রাখবেন যে, অনুতাপ ও ক্ষমা সর্বদা আমাদেরকে সংশোধনের দিকে পরিচালিত করে; মনোভাবের এমন এক পরিবর্তন ঘটায় যা আমাদেরকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে (যোহন ৫:১৪)।

ক্ষমা

ক্ষমার অনুগ্রহ

"তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর।" (গীতসংহিতা ২৫:১১)

ঈশ্বরকে আমাদের ক্ষমা করতে বাধ্য করার মতো কিছুই নেই। সেই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হতে আমরা কিছুই করতে পারি না। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে, তাঁর অসীম ভালোবাসার দ্বারা আমাদের ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমা করেন কারণ তিনি "মঙ্গলময়, ক্ষমা করতে প্রস্তুত এবং অসীম করুণাময়" (গীতসংহিতা ৮৬:৫; যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ দেখুন)।

তাঁর ভালোবাসাই তাঁকে ক্রুশে নিজেকে উৎসর্গ করতে এবং পাপের সেই ঋণ পরিশোধ করতে পরিচালিত করেছিল, যা আমরা পরিশোধ করতে পারি না (ইফিষীয় ২:৪-৫)।

যখন আমরা আমাদের পাপসমূহ ক্রুশের পাদদেশে নিয়ে আসি, তখন যিশু আমাদের সেই ভারাক্রান্ত বোঝা থেকে মুক্ত করেন (ইব্রীয় ১২:১-২)।

ক্ষমার অনুগ্রহ

"তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর।" (গীতসংহিতা ২৫:১১)

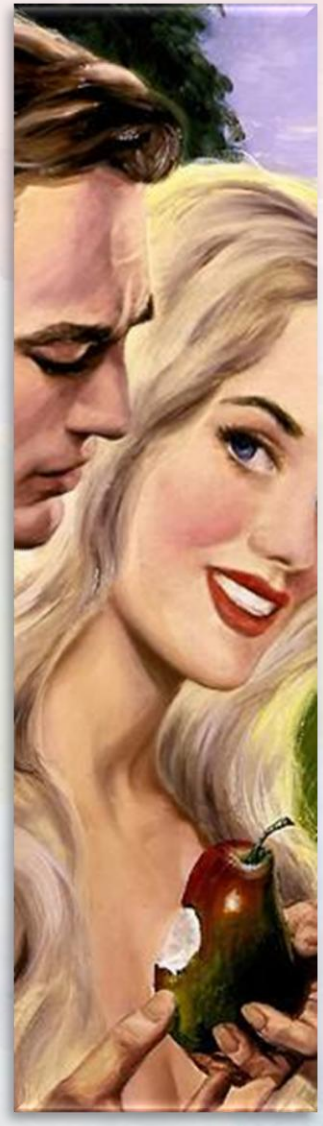

পাপ এবং অনুগ্রহের মধ্যে সম্পর্ক কী?

পাপ ও অনুগ্রহের মধ্যে সম্পর্ক

রোমীয় ৫:৮	রোমীয় ৫:২০	রোমীয় ৫:২১	রোমীয় ৬:২৩
"যখন আমরা পাপী ছিলাম"	"যেখানে পাপের প্রাচুর্য ছিল"	**"পাপ মৃত্যুতে রাজত্ব করিল"**	"পাপের বেতন মৃত্যু"
খ্রিষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন	"অনুগ্রহ আরও উপচিয়া পড়িল"	"অনুগ্রহ যেন অনন্ত জীবনের জন্য রাজত্ব করে"	"ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান অনন্ত জীবন"

ক্ষমার পরিচ্ছদ

"তিনি তাহাকে কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে?" (Matthew 22:12)

"ঈশ্বরের মণ্ডলী—এবং ফলস্বরূপ তার প্রতিটি সদস্যই—'শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্রে [মিহি তিসির কাপড়ের পোশাকে]' এবং 'কলঙ্ক বা কুঞ্চন [ভাঁজ] বা এই জাতীয় কোনো ত্রুটিবিহীন' পোশাকে পরিহিত (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮; ইফিষীয় ৫:২৭)।"

এই সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র [মিহি তিসির কাপড়] হলো 'পবিত্রগণের [সাধুগণের] ধার্মিকতার কাজের' এক প্রতীক (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৮খ)। কিন্তু এই ধার্মিকতা তাদের নিজস্ব নয়; এটি খ্রিষ্টের পক্ষ থেকে তাদেরকে দান করা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪)।

"আদম ও হব যখন পাপ করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের উলঙ্গতা ঢেকেছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের সামনে তাঁরা নিজেদের উলঙ্গ বলেই মনে করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩:৭-১০)। ঈশ্বর তাঁদের যে পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তা ছিল খ্রিষ্ট আমাদের যে 'বিয়ের পোশাক' দান করেন, তারই এক প্রতীক: অর্থাৎ তাঁর নিখুঁত ধার্মিকতা, যা আমাদের সমস্ত পাপ মুছে দেয় (আদিপুস্তক ৩:২১; গীতসংহিতা ৫১:৭-১০)।"

সেই পরিচ্ছদ [বা পোশাক] ছাড়া কেউই স্বর্গে যেতে পারবে না (মথি ২২:১-১৪)।

“যিনি ঈশ্বরের সন্তান হতে চান, তাঁকে অবশ্যই এই সত্যটি গ্রহণ করতে হবে যে—অনুতাপ এবং ক্ষমা খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, পাপীকে অবশ্যই তার জন্য সাধিত [ক্রুশের] কাজের সাথে সংগতি রেখে নিজে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং অক্লান্ত মিনতির সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনে প্রার্থনা করতে হবে, যেন ঈশ্বরের নবায়নকারী শক্তি তার অন্তরে প্রবেশ করে। খ্রিষ্ট অনুতপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষমা করেন না, তবে তিনি যাকে ক্ষমা করেন, তাকে প্রথমে অনুতপ্ত করে তোলেন। [মুক্তির] এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিখুঁত, এবং খ্রিষ্টের অনন্ত ধার্মিকতা প্রতিটি বিশ্বাসী আত্মার হিসাবে পুঞ্জীভূত বা যুক্ত করা হয়। স্বর্গের তাঁতে বোনা সেই মহামূল্যবান ও নিষ্কলঙ্ক পোশাকটি অনুতপ্ত ও বিশ্বাসী পাপীর জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।.”

EGW (Selected Messages, vol. 1, p. 393)